শেষে

দীপক লাহিড়ী

ডুবলে পরে রতন পাবে ভাসলে পরে পাবে না
এ গান মেঝেতে খড় বিছিয়ে যে বাউল গাইছিল
তার গলায় তখন বসত বিছিয়েছে সংক্রান্তির মেলা
কুপি আলোর ফাঁকে ফাঁকে কেবলই আলোছায়া
সে গানের বাগানে ফুল আর গন্ধ
হাতের গাবু যন্ত্রে বেজে উঠছে আত্মরূপী সুর
বাইরে শীত শিহরণে দর্পণে মুখ দেখছে চরণদাসী
কুলনদীর ঠাঁই পেতে মাঝদরিয়ায় মাঝি হাঁকছে
অন্ধকারে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হচ্ছে সন্ধ্যা রাত্রির বুকে
গোপনে গোপনে নিত্য যাতায়াত চলছে শ্যামকালার
পল্লবিনী রাই হারিয়ে যাচ্ছে বৃন্দাবনের নিকুঞ্জবনে
অমন পাগলপারারূপ অসহায় মিলনপ্রত্যাশী
অজয়ের কোলে এসে আজ তার যাত্রা শেষ পালা
খ্যাপার গানে দম উঠেছে দমকে দমকে
ঠাণ্ডা হাওয়ায় আঁকিবুকি কাটছে হাওয়ার জাফরি
গাবুর তারের টানে অথৈ সংকেতে ডুব দিচ্ছে রতনের খোঁজে

অদূর ভবিষ্যিৎ

গুলজার -এর কবিতা (ভাষান্তর - জ্যোতির্ময় দাশ)

বিজ্ঞানীদের অনেকেই মনে করেন
পৃথিবী তার আটশো কোটি বছর জীবনের
আয়ু থেকে ইতিমধ্যেই ক্ষয় করে ফেলেছে
ছশো কোটি বছর!

আজকের এই দিনে পৌঁছতে এতকাল লাগল
তোমাদের।
তবুও তোমরা এখনও সকলেই
প্রতিটি মুহূর্ত মেতে রয়েছ
পার্থিব বিষয়ের তুচ্ছ কোলাহলে!

ধর্ম, জাত, সম্প্রদায় নিয়ে এই দুশ্চিন্তার
সত্যিই কী কোনো প্রয়োজন আছে আজ?
আর মাত্র দুশো কোটি বছরের বাকি আয়ুটুকু
এসো একটু মিলেমিশে বন্ধু হয়ে থাকি।

এ কেমন রঙ্গ জাদু

নীলোৎপল গুপ্ত

এইখানে মুঠো খোলো ওইখানে বন্ধ করো মুঠো
মুঠোর মধ্যে কোন্ গোপন অঙ্গুরী
কোন্ ঋতুচক্র কোন্ পর্ণমোচী গাছ
সমস্ত দেখাও এই হাটের মধ্যে হঠাৎ
খোলো এই জাদুকর টুপি, পাবলিক দেখুক, মজা পাক
হাততালি দিক আর জেনে নিক
শরীরের ফাটলে জমে আজও কত আছে আহ্লাদ
বিবর্ণ দিনের ওপরে রাখো বহুবর্ণ বুদবুদ ফটাস
আজন্ম কলসি - বন্দি দাও সব বিদ্যুৎ - কে ডানা
জাদুদণ্ড তুলে নাও, বিষাদকে সম্মোহন করো
চোখের পলকে এই রাশি রাশি কালো মুখ
আলো করে দাও
তারপর চাঁদ ধরে নামাও মাটিতে
যতসব নুলো-খ্যাপা-কানা- খোঁড়া দল
সবাইকে চাঁদে তোলো
তারপর মেঘে মেঘে উল্লাস তরণী ভাসাও।